দুর্নীতির সমর্থনে আদেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ আদেশকে সময়ের প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী করার সরকারী বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন মানবিক আইনই চূড়ান্ত (পারফেক্ট) হতে পারে না। এমন কতকগুলো দিক থাকে যা সময়ের প্রেক্ষিতে ও সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন দরকার হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ দেশের সংবিধানভুক্ত আইন। অতএব, এরও পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এ আইনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন বা যুগোপযোগী করার তাগিদও তাদের দিক থেকে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ওপর থেকে কোন কিছু চাপানোর চেষ্টা দুঃখজনক। আইন আমাদের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য। অতএব, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তো আমাদের কাছে অনভূত হতে হবে। নিশ্চয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের মঙ্গলের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে তার বিরোধিতা করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাকিস্তান আমলের কালাকানুন বাতিল করে এসেছে। এ আদেশকে আরো গণতান্ত্রিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তা ও স্বায়ত্তশাসনের পরিবেশকে আরো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখানকার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মতামতের ভিত্তিতে যদি কিছু করা হয় তা গ্রহণযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত সুনির্দিষ্টমত প্রকাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ খালেক বলেন, পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন কিম্বা সংযোজন তো দরকার হয়। যেমন সিনেট না থাকলে কি হবে সে সম্পর্কে কোন ধারা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ প্রণয়নকালে দরকার হয়নি কিম্বা এ সম্পর্কে সে সময় ভাবা হয়নি। ভাববার দরকারও ছিল না। কিন্তু এখন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংযোজন দরকার হতে পারে। তবে সরকার কি চায়, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাইনি। অতএব, এই মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা ঠিক হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সন্ত্রাসের সাথে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের যোগসূত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সন্ত্রাসের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর কোন সম্পর্ক নেই। সন্ত্রাস '৭৩-এর আদেশ প্রণয়নের আগেও ছিল। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে এন এস এফ-এর সময় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রহৃত হয়েছে। অতএব, সন্ত্রাস হয় ভিন্ন কারণে। অস্ত্রধারীদের ধরা কিম্বা শাস্তি দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় আইনমতে। '৭৩-এর আদেশ অনুযায়ী এ শাস্তি হয় না। তাই '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ পরিবর্তন করে অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য কমবে না। সন্ত্রাস দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশের একটা বহিঃপ্রকাশ। দেশের পুলিশ প্রশাসন সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সরকার চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস থাকতে পারে না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস কোন একাডেমিক কারণে ঘটে না। ঘটে রাজনৈতিক কারণে। এর দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দল ও সরকারের।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুর্নীতি বন্ধের জন্য এ আদেশ পরিবর্তন করা লাগে না। এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়ার কোন বিধান নেই। দুর্নীতি ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তি সমষ্টি করে। এর সমর্থনে কোন আইন নেই। বরং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে। এ আইন যথাযথ প্রয়োগ করেই প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব।

ডঃ হারুন-অর-রশিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ হারুন-অর-রশিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পড়েছি।

এ আদেশকে যুগোপযোগী করার সরকারী বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটা দেশ বা প্রতিষ্ঠানের আইন তথা দেশের সংবিধান সময়ের পরিবর্তনের সাথে উন্নয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমান সরকার অবৈধভাবে আগত। শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকছে। '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ পরিবর্তনের কোন অধিকার এ সরকারের নেই। যে সংসদে এ বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে তাও বৈধ নয়। এ সংসদ জনপ্রতিনিধিত্বশীল নয়। অবৈধ সরকার ও সংসদের এ আদেশ পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই। এদের দ্বারা সম্ভবও নয়। যারা নিজেরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তাদের দ্বারা এ গণতান্ত্রিক আদেশ পরিবর্তিত হতে পারে না। একটা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারই কেবল এ আদেশকে আরো গণতান্ত্রিক করতে পারে। বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়ন্ত্রণ এখানকার প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে এ আদেশের সংশোধনী চায়।

এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজনই নেই। এই মুহূর্তে দেশের মৌলিক প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে একটা গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা। '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ নিয়ে আলোচনা গণতান্ত্রিক সরকার এলে করা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সন্ত্রাসের সাথে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের যোগসূত্র প্রসঙ্গে ঐক্য ছাসদের যুগ্ম আহবায়ক ডঃ হারুন বলেন, '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের সাথে সন্ত্রাসের যোগসূত্র রয়েছে বলে সরকার প্রদত্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদই বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমাজদেহে বিস্তৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার যে প্রবণতা তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা দেশে আজ সন্ত্রাস চলছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি গণতন্ত্রের চর্চা হত তাহলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থা আসত না। '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ এক্ষেত্রে কোন বিষয় নয়। তাঁর মতে, এ সরকার থাকা অবস্থায় এ আলোচনা হওয়াই উচিৎ না। তাতে বিষয়টি নিয়ে সরকার রাজনৈতিক ফায়দা লুটার সুযোগ পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ দেয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি হয়েছে তার কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি এখনও আমাদের হাতে নেই। ৭৩ সালের আগেও অনিয়ম-দুর্নীতি ছিল। এখনও যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে কি-না? হলে কি পরিমাণ হয়েছে? আপেক্ষিক অর্থে বেশী হয়েছে কি-না? - এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়া দরকার।

তারিখ ... 13 Feb 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

18